بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

জানাজার নামাজ পরবর্তী সম্মিলিত দু'আ নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীর দাঁতভাংগা জবাব

মাওলানা মুহম্মদ সদরুল আমিন (জগন্নাথপুরী)

কামিল (আল হাদিস বিভাগ) ফার্স্ট ক্লাস।

প্রকাশকালঃ রজব ১৪৩৮ হিজরী

যোগাযোগঃ মাওলানা মুহম্মদ সদরুল আমিন (জগন্নাথপুরী)

ইমাম ও খতীবঃ রসুলগঞ্জ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।

ইমেইলঃ sadrul27@gmail.com

ভুমিকা

নাহমাদুহু ওয়ানুছাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বা'দ।

গত ডিসেম্বর মাস, ২০১৬ ঈসায়ী। পরপর দুইবার যেতে হয়েছে সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলা পরিষদে ইউএনও সাহেবের কার্য্যালয়ে। কারণ হলো, উপজেলার একটি মসজিদের পরিচালনা কমিটি রেজুলেশন করেছেন, তাদের মসজিদ কিংবা মসজিদ আংগিনায় জানাজার নামাজ পড়লে কোন মতেই দু'আ করা যাবেনা। দু'আ করলে উনারা ব্যবস্থা নেবেন!

বয়সে ছোট হলেও এলাকার লোকজন যেহেতু মহব্বত করেন সেহেতু অন্যান্য উলামায়ে কেরামের সাথে আমি গোনাহগারকেও ডাকা হলো। আমাদেরকে ডাকার আগে অনেক কিছুই হয়ে গেছে যা উল্লেখ করা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়।

আমরা দুইবার গেলাম। প্রথমবার উনারা আসলেন না। পরেরবার আসলেন ঠিকই কিন্তু উনারা আমাদের সাথে কথা বলবেন না; কথা বলবেন, উনাদের গ্রামের নাগরিক আলেমদের সাথে। যাইহোক, ইউএনও এবং ওসি সাহেব সহ এলাকার মান্যগণ্য ব্যক্তি বর্গের সাথে উভয় পক্ষের বৈঠক হলো। সিদ্ধান্ত হলো, রেজুলেশন উড় হবে আর যার যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে আমল করবে এতে কোন পক্ষই ঝামেলা করতে পারবেনা।

ঐ যখন গিয়েছিলাম সেখানে, তখন কিতাবের ইবারত সম্বলিত এক খানা ফাইল রেডি করে নিয়েছিলাম যাতে প্রয়োজন মত কাজে লাগাতে পারি। পরবর্তীতে মুসলিম ভাই বোনদের উপকার হয় এবং বিজ্ঞজনের নজরে আসে এমন চিন্তা করে pdf ফাইলটিকে

ফতওয়া আকারে ফেইসবুকে পোস্ট করি। এবং তা পরিচিত কয়েক জনের হোয়াটসঅ্যাপের নেক নিয়তে সেন্ড করি।

এখান থেকেই ফতওয়াটি গমন করে রাজশাহী। আর সেখানকার একভাই আমার এই ফতয়াটির জওয়াব দেয়ার ব্যার্থ চেষ্টা করেছেন।

আমার ফতওয়াটি আমি কি জন্য লিখেছি, তা কি ফেইসবুক আর হোয়াটসঅ্যাপের জন্যই? না, আমি বিভিন্ন বিষয়ে ফতওয়া লিখছি বই আকারে ছাপানোর জন্যে। প্রতিটি লিখনীই আমি ফেইসবুক এবং হোয়াটসএপে দিয়েছি একটি সৎ উদ্দেশ্যে। আর তা হলো, বিভিন্ন জনের কমেন্টের মাধ্যমে ফতওয়াগুলোর ভীত মজবুত করা। সংশোধন করার কিছু থাকলে সংশোধন করা। যাই হোক, রাজশাহীর যে ভাই আমার ফতওয়ায় কলম ধরেছেন এবং বিভিন্ন ভাবে আমাকে আক্রমণ করার অপচেষ্টা করেছেন তাতে আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই।

দুঃখ হলো, দেওবন্দিয়তের খোলস পরে তিনি যেভাবে উপমহাদেশের মশহুর সিলসিলা ফুলতলী মসলককে কটাক্ষ করে নিজের হীন মন মানষিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা আমাকে অবাক করেছে। ঘৃণা লাগছে তার প্রতি এবং তার সহযোগীদের প্রতি। তিনি বাতিল ফিরকা বলতে কি বুঝালেন? জানাজার নামাজের পর দু'আ করলেই বাতিল ফিরকা ?? আস্তাগফিরুল্লাহ !!

অনিচ্ছা সত্বেও সুন্নী জনাতার অনুরোধে যেহেতু কলম ধরলাম সেহেতু তার প্রতিটি কথারই জবাব দেব ইনশাআল্লাহ। সকলের কাছে দু'আর দরখাস্ত রহিল।

محمد صدر الامين (جغناط فورى)

١٥. رجب الحرم ، ١٤٣٨ هجرة النبوية

বেদাতী সামীউর রহমান শামীমের বক্তব্যের ধারাবাহিক খন্ডন

**** বিদআত পন্থী কারা ?**

রাজশাহীর সামীউল সাহেব প্রথম যে হাতিয়ার ব্যবহার করেছেন তা হলো বিদআত ! তার ভাষ্যমতে জানাজার নামাজ পরবর্তী দু'আ করা বিদআত। তাই তিনি প্রথমেই যারা জানাজার নামাজ পরবর্তী দু'আ করেন তাদেরকে বিদআত পন্থী বলেছেন!

এটা তো আমার লিখিত ফতওয়াতে উল্লেখ করেই এসেছি। কিন্তু সামীউল সাহেবরা সেটিকে উল্লেখ না করে সরলমানা মুসলিম ভাই ও বোনদেরকে ধুম্রজালেই আটকে রেখেছেন। তিনি একথা ভাল করেই জানেন, এখানে কথা বললে ছাড় পাওয়া যাবেনা। তাই তিনি তার গুরুজনদের বেদাতী কর্ম কান্ড ঢেকেই রাখলেন।

পাঠকদের সুবিধার্থে বর্তমান যামানার কিছু বিদআত নিম্নে উল্লেখ করলাম, যা নবীজী হুযুর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে করেন নি, করতে বলেন নি, মৌন সমর্থন জ্ঞাপন করেন নি। এমনকি ছাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন, ইমাম মুজতাহীদ গণের কেউই করেন নি।

০১. সামিউল সাহেব গং যে মাদরাসায় পড়েছেন এরকম দরসি সিলেবাস ভিত্তিক মাদরাসা কউমী কিংবা আলীয়া অনুস্মরনীয় যোগে ছিলনা।

০২. আউয়াল, দুওম, সুওম, চাহারম ইত্যাদি শ্রেণী বিন্যাস অনুস্মরনীয় যোগে ছিলনা।

০৩. আউয়ালে এই বই, দুওমে এই বই ইত্যাদি এরকম অনুস্মরনীয় যোগে ছিলনা।

০৪. ১ম প্রিয়ড, ২য় প্রিয়ড, ৩য় প্রিয়ড ইত্যাদি অনুস্মরনীয় যোগে ছিলনা।

০৫. ১ম প্রিয়ড এত মিনিট, ২য় প্রিয়ড এত মিনিট এসব অনুস্মরনীয় যোগে ছিলনা।

০৬. প্রিয়ড শেষ হয়ে গেলে ঘন্টা ধ্বনী বাজানো অনুস্মরনীয় যোগে ছিলনা। এটা বিজাতীয় কালচার।

০৭. ষান্মাসিক, বার্ষিক, সেমিস্টার, সেন্টার, ইত্যাদি নামে বেনামে পরীক্ষা অনুস্মরনীয় যোগে ছিলনা।

০৮. পরীক্ষায় পাস করার পর সার্টিফিকেট প্রথা অনুস্মরনীয় যোগে ছিলনা।

০৯. সার্টিকেট অনুযায়ী কেউ মৌলভী আবার কেউ মাওলানা এসব অনুস্মরনীয় যোগে ছিলনা।

১০. দশ সালা, বিশ সালা, চল্লিশ সালা, ষাট সালা দস্তারবন্দী ইত্যাদি অনুস্মরনীয় যোগে ছিলনা।

১১. সীরাত মাহফিল, তাফসীর মাহফিল, এনামী জলসা, সালানা ইজলাস ইত্যাদি অনুস্মরনীয় যোগে ছিলনা।

১২. সামীউল সাহেব যদি সত্যিকারের দেওবন্দি হয়ে থাকেন তাহলে উলামায়ে দেওবন্দের নিকট গ্রহণযোগ্য পীর-মুরিদী অনুস্মরনীয় যোগে ছিলনা।

১৩. হক্কানী পীর ছাহেব গণের নিজস্ব তরীকা সমূহ অনুস্মরনীয় যোগে ছিলনা।

১৪. চার মাযহাব হক। কিন্তু এই চার মাযহাব নবীজী হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সময় কিংবা ছাহাবা যোগে অনুপস্থিত ছিল। যদিও যে কোন এক মাযহাবের অনুস্মরণ করা বাধ্যতামূলক।

১৫. কুরমা, পোলাও, বিরিয়ানী ইত্যাদি খাওয়া অনুস্মরনীয় যোগে ছিলনা।

১৬. প্রচলিত ছয় উসূলী তাবলীগ অনুস্মরনীয় যোগে ছিলনা।

১৭. আছরের নামাজের পর গাশত করা অনুস্মরনীয় যোগে ছিলনা।

১৮. বার্ষিক ইজতেমা, জোড় ইজতেমা এগুলো অনুস্মরনীয় যোগে ছিলনা।

১৯. ৩ দিনের চিল্লা, ৪০ দিনের চিল্লা, মাসিক চিল্লা, বছরী চিল্লা ইত্যাদি অনুস্মরনীয় যোগে ছিলনা।

২০. চিল্লায় গেলে সেটা পুরো করতে হবে ভাংগা যাবেনা। এমনকি বাবা-মা মারা গেলেও জানাজায় আসতে পারবেনা। কোন সুন্নতে আছে ?

২১. যদি চিল্লা থেকে জানাজায় শরিক হতে আসে জানাজা শেষ করে চলে যাবে ঘরে ঢুকবেনা। এটা সুন্নত না বেদাত ?

২২. চিল্লারত অবস্থায় বউ অসুস্থ খবর এসেছে এমতাবস্থায় চিল্লা ভংগ করা যাবেনা। হাসপাতালে নিলে অন্য কেউ নিয়ে যাবে নিজে যেতে পারবেনা!!

২৩. নিত্য নতুন ডিজাইনের পাঞ্জাবী পরা, পাঞ্জাবীতে এমব্রয়ডারী করা, কল্লী ছাড়া নিউ স্টাইলের পাঞ্জাবী বানানো, কি সুন্নত না বিদআত ?

২৪. সাইডকাটা পাঞ্জাবী কি সুন্নত না বিদআত ?

২৫. মদনী কাটিং পাঞ্জাবী সুন্নত না বেদাত ? এটাকে কি পূজা বলে ?

***** সামীউল সাহেবরা কি এসবে জড়িত নন?***

***** যদি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় জড়িত থাকেন তাহলে বিদআত পন্থী কারা ?***

***** সামীউল সাহেবরা কি বিদআতী নন ??***

** বাতিল ফিরকাঃ

বেদাতী সামীউল এখানে ধৃষ্টতাপুর্ণ আচরণ করেছেন। তিনি বলেছেন, *["কিন্তু দ্বীনের মধ্যে বাতিল ফিরকা যেহেতু সব যামানায় ছিল। আর প্রতিটি বাতিল ফিরকার রদ সালাফগণ করে গেছেন। সেহেতু তাঁদের অনুসরণের দাবী হলো, বাতিল ফিরকাগুলোর সাধ্যমত রদ করতে থাকা। তাই এ বিষয়ে কিছু লিখছি"।]* আস্তাগফিরুল্লাহ!!

প্রিয় পাঠক ! আপনারা আপনাদের স্বাধীন চিন্তা শক্তি ব্যয় করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করেন, কতবড় গুমরাহ লোকটি ! ছোটখাটো একটি বিষয় নিয়ে কতটুকু পর্যন্ত পৌঁছেছে! সে বলতে চাচ্ছে, যারা জানাজার নামাজ শেষে দু'আ করেন তারা নাকি বাতিল ফিরকা! মাআযাল্লাহ !!

**** বাতিল ফিরকা কারা ?**

বাতিল ফিরকা সম্পর্কে নবীজী হুযুর পুরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামার ইরশাদ হলো-

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ الإِفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلاَنِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي .(سنن الترمذي رقم الحديث ٢٦٤١)

অনুবাদঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বনী ইসরাঈল যে অবস্থায় পতিত হয়েছিল, নিঃসন্দেহে আমার উম্মাতও সেই অবস্থার সম্মুখীন হবে, যেমন একজোড়া জুতার একটি আরেকটির মতো হয়ে থাকে। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ যদি

প্রকাশ্যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করে থাকে, তবে আমার উন্মাতের মধ্যেও কেউ তাই করবে। আর বানী ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উন্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া তাদের সবাই জাহান্নামী হবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে দল কোনটি ? তিনি বললেনঃ আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত। (সুনান আত তিরমিযি, হাদিস শরীফ নং ২৬৪১)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، ح وحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ : حَدَّثَنِي صَفْوَانُ، نَحْوَهُ قَالَ : حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَازِيُّ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ قَامَ فِينَا فَقَالَ : أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا فَقَالَ : أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ : ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ زَادَ ابْنُ يَحْيَى، وَعَمْرٌو فِي حَدِيثَيْهِمَا وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ، كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ لِصَاحِبِهِ وَقَالَ عَمْرٌو : الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ. (سنن أبي داود رقم الحديث ٤٥٩٧ ، المستدرك على الصحيحين رقم الحديث ٤٤٣)

অনুবাদঃ হযরত মুআবিয়াহ ইবনু আবূ সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, জেনে রাখো! তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাব বাহাত্তর দলে বিভক্ত

হয়েছে এবং এ উম্মত অদূর ভবিষ্যতে তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। এর মধ্যে বাহাত্তর দল জাহান্নামে যাবে এবং একটি জান্নাতে যাবে। আর সে দল হচ্ছে আল-জামা'আত। ইবনু ইয়াহইয়া ও আমর (রহঃ) বলেন, বিষয়টি হলো, আমার উম্মাতের মধ্যে এমন এমন দলের আর্বিভাব ঘটবে যাদের সর্বশরীরে প্রবৃত্তির তাড়না এমনভাবে অনুপ্রবেশ করবে যেমন পাগলা কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগীর সর্বশরীরে সঞ্চারিত হয়। (সুনান আবি দাউদ, হাদিস শরীফ নং ৪৫৯৭, আল মুস্তাদরাক আলাস সাহিহাইন, হাদিস শরীফ নং ৪৪৩)

উপরুক্ত হাদিস শরীফ দ্বয় সহ আরোও দলিল দ্বারা আমরা জানতে পারি, উম্মতে মুহাম্মাদি ৭৩ দলে ভাগ হবে। ৭২ দলই জাহান্নামী হবে। উক্ত বাতিল ৭২ দল কারা তাও উম্মতে মুহাম্মাদির প্রায় সকলেই জানে। বাতিল ফিরকার আকিদা কি হবে, তাদের পরিচয় কি তাও ক্লিয়ার।

আমি এপর্যন্ত এই বাতিলদের মধ্যে এমন কোন ফিরকার অস্তিত্ব পাইনি যাদের আকিদা হলো, জানাজার নামাজের পরে দু'আ করা কিংবা মীলাদ কিয়াম করা!!

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, সামিউল সাহেব গং জানাজার নামাজের পর যারা সম্মিলিত মোনাজাত করেন উনাদেরকে বাতিল ফিরকা বলতেও লজ্জাবোধ করলেন না! ছি! ছি!

কতটুকু দাজ্জাল হলে এমন বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারে পাঠকই বিচার করুন।

তবে হ্যেঁ, এই ৭২ বাতিল ফিরকার মধ্যে একটি ফিরকা হলো, খারেজী ফিরকা। এদের পরিচয় সমূহের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য পরিচয় হলো - এরা মুমিনকে কাফের, হককে না হক

(বাতিল) বলবে। যেমন তারা সাইয়্যিদুনা মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে কাফের বলেছিল; এবং হত্যা করেছিল। যা এই বাতিল ফিরকা খারেজীদের আওলাদরা নিজেদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া হিসেবে সুন্নী উলামায়ে কেরামগণকে কাফের, বাতিল, বেদাতী ইত্যাদি ইত্যাদি দূষে অভিযোক্ত করে নিজেদের পরিচয় আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আনুসারীদেরকে জানান দিচ্ছে। তারা যে বাতিল খারেজী তারই পরিচয় নিজেদের কথা - বার্তা, আচার - আচরণ ইত্যাদির মাধ্যমে দিয়ে যাচ্ছে।

তাই সামীউল সাহেবরা আমাদেরকে বাতিল বলা মানেই আমরা যে আহলে হক তারই পরিচায়ক।

উলামায়ে দেওবন্দের জবান থেকে জানাজা পরবর্তী দু'আ করা কিংবা মীলাদ ক্বিয়াম সহ এসব বিষয়ের আমিলগণকে কোন দিন না হক বা বাতিল বলতে শুনা যায়নি। কিন্তু সামীউল সাহেব গংদের মূখ তা ই শুনা গেল !

এদের সম্পর্কে প্রসিদ্ধ দেওবন্দি আলেম মাওলানা আব্দুল হক হাককানী সাহেব যথার্থই বলেছেন,

بعد وہ لوگ جو کہ دیوبندیت اور حنفیت کے لباس میں نجدیت اور سلفیت کی اشاعت کرتے ہیں صاحب ہدایۃ اور ملاعلی قاری رح کی بعد مختصر عبارات سے تمسک کرتے ہیں کہ جو کام پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نہ کیا ہو تو وہ بدعت ہوگا، یہ ان لوگوں کی خود غرضی اور مطلب پرستی ہے. (فتاوی حقانیۃ ج ۲ ص ۵۶)

অনুবাদঃ কিছু লোক এমন আছে যারা দেওবন্দিয়ত এবং হানাফিইয়্যতের খুলস পরে হেদায়ার মুছান্নিফ ও মুল্লাআলী কারী রাহিমাহুল্লাহ'র মুখতাছর (ব্যাখ্যা যোগ্য) কিছু ইবারতের উপর নিভ্ভর করে বলে বেড়ায় 'যা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন নি তা - ই বিদআত! এরা নিজেদের আত্মম্ভরিতা ও স্বার্থপরতার বদগুণের কারণেই এরূপ বলে থাকে! (ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৫৬)

আমি নিশ্চিত, সামীউল সাহেবরা এসবের আওতামুক্ত নয়!

ইতিহাসে খারেজী হিসেবে পরিচিত ওহাবী ইজমের প্রতিষ্টাতা ইবনে আব্দিল ওহহাব নজদীর আকিদাও এরূপই ছিল। সেও আহলে হককে নাহক বলত এবং আহলে সুন্নতের আলেমগণকে মুশরেক বলে ফতওয়া দিত! আজকে তারই ধারাবাহিকতা বজায় রাখলেন, রাজশাহীর সামীউর রহমান শামীম!!

কিন্তু আহলে হক বলতেই সবাই জানে উপমহাদেশের শ্রেষ্টতম মহান বুজুর্গ, রাহনুমায়ে শরীয়ত, হাদিয়ে মিল্লত, শায়খুল হাদিস, রইসুল কুররা ওয়াল মুহাদ্দিসীন শামসুল উলামা হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলা রহমতুল্লাহি আলাইহি কেমন ছিলেন। তাইতো উলামায়ে দেওবন্দ উনার প্রশংসায় নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। সব কিছু উল্লেখ করা সম্ভব না হলেও নিম্নে দেওবন্দি উলামায়ে কেরামের মাথার মুকুট মাওলানা মহিউদ্দিন খাঁন সাহেবের একটি বক্তব্য নিম্নে উপস্থাপন করলাম,

[ফুলতলী হুযূরের সাথে আমার পরিচয় বহুদিন আগে থেকে। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁকে আমি কী পরিমাণ শ্রদ্ধা করি তা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। আমি ছাত্র

বয়স থেকেই তাঁকে নানাভাবে দেখেছি। আমার মনে পড়ে পঞ্চাশ দশকের দিকে একদিন বাংলাদেশের বড় বড় আলেমদের এক বৈঠকে মাগরিবের নামাযের সময় হলে হযরত মাওলানা আতহার আলী (র.) ইমামতির জন্য ফুলতলী ছাহেবকে বলেন। তখন ফুলতলী ছাহেব বলেন, 'আমরা একজন হাফিয ছাহেবের পেছনে নামায পড়ব'। একথা বলে তিনি আতহার আলী (র.)- এর দিকেই ইঙ্গিত করেছিলেন। আতহার আলী (র.)বলে উঠলেন, 'আপনি তো হাফিযের দাদা'। আতহার আলী (র.) হযরত ফুলতলী (র.) কে কী দৃষ্টিতে দেখতেন তা তার মন্তব্য থেকেই অনুমান করা যায়। সেদিন সকল আলেমের নামাযের ইমামতি ফুলতলী (র.)- ই করেছিলেন।

আমি তাঁর মাঝে এমন কিছু গুণ প্রত্যক্ষ করেছি যেগুলো খুবই বিরল। তিনি একাধারে সাহসী, কষ্ট সহিষ্ণু, বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ও দীনের তরে ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। দীনের জন্য সর্বস্ব উজাড় করে দেয়ার জন্য প্রতি প্রস্তুত থাকতেন।

আমি হযরত ফুলতলী (র.)-এর মাঝে শহীদে বালাকোট হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.)- এর প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছি। তাঁর মাঝে সায়্যিদ (র.)- এর চেতনা যথাযথ ভাবে পরিস্ফুটিত ছিল। সায়্যিদ (র.)- এর চেতনাকে তিনিই আমাদের দেশে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

আল্লাহ তা'আলা হুযূরকে আল - কুরআন আল - কারীমের খাদিম হিসেবে কবূল করেছিলেন। তিনি আল - কুরআন বিশুদ্ধভাবে পাঠের যে অনুপম ব্যবস্থা করে ও রেখে গেছেন তা এককথায় অসাধারণ। আমার মনে হয়েছে আল্লাহ কুরআনের খিদমতের জন্য

তাঁকে বিশেষভাবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সর্বোতভাবে মানুষের কল্যাণকামী। অন্যের উপকার করা, অন্যের দুঃখে কষ্ট পাওয়া এ গুণগুলো তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্টের অন্যতম দিক।

তিনি অগণিত মাদরাসা মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা। মাদরাসা শিক্ষার বিস্তার ও এর স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় তিনি ছিলেন আপসহীন। তিনি জীবন সায়াহ্নে মাদরাসা শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় লংমার্চ নিয়ে ঢাকা এসেছিলেন। ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে এ লংমার্চ পরবর্তী সভায় অংশগ্রহণের সুযোগ আমার হয়েছে। আমি তাঁর কাছেই ছিলাম।

ছোট খাটো কিছু মাসআলায় ভিন্নমতের কারণে কেউ কেউ তাঁর বিষয়ে মন্তব্য করতে চাইলে আমি সবসময় সোচ্চারকণ্ঠে এর প্রতিবাদ করেছি। এমনকি আমি জমিয়তের এক সভায় প্রস্তাব করেছিলাম, 'আসুন আমরা ফুলতলী হুযূরকে আমাদের পৃষ্ঠপোষক মনোনীত করি।' তখন অনেকে বলেছিলেন, 'তিনি এতে রাজি হবেন নাকি ?' বলেছিলাম- 'আমি গিয়ে যদি আবদার করি, হুযূর আমার কথা ফেলবেন না।' এটা আমি বলেছি আমার মনের দাবি থেকে। কারণ আমি জানতাম তিনি আমাকে কত ভালোবাসেন।

আল্লাহর পথের এ মর্দে মুজাহিদ আমাদের মাঝে নেই। আমরা যদি তাঁর রেখে যাওয়া অমূল্য খিদমতগুলো ধরে রাখতে পারি তাহলে এ মিল্লাতের জন্য তা হবে কল্যাণকর। (আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ র. স্বারক- ৭২)

এই যদি হয় আলেমদের বক্তব্য, তাহলে ফুলতলী মসলক নিয়ে সুন্নীয়ত নিয়ে কথা বলবেন সামীউল সাহেব, তিনি কোন ছোকরা ? নিশ্চয় তিনি বাতেল খারেজী হয়ে থাকবেন!

সামীউল সাহেব তার অপপ্রচারের ভুমিকাতে এরকম আরো অনেক মিথ্যাচার করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি নাকি জানাজার নামাজের পরবর্তী দু'আ নিয়ে একটি দলিলও দিতে পারিনি।

সত্যান্বেষী পাঠক বলতে সকলেই দেখেছেন, আমি দলিল দিয়েছি কিনা! কিন্তু সামীউল সাহেব দেখলেন না দলিল গুলো! তিনি শুধু আবছা আবছা অন্ধকার দেখলেন! তার কারণ হিসেবে আমরা বুঝতে পেরেছি হয়তঃ তিনি চামচিকার মত হয়ে থাকবেন। চামচিকা দিনের আলো সহ্য করতে পারেনা। এজন্যে দিনে তার বাসা থেকে বের হয়না। তারা যেহেতু দিনে বের হয়না তাই এরা মনে করে সূর্য্যই বোধ হয় ওঠেনি! তাদের এ দাবি কি আদৌ সত্য? না, বরং সূর্য্য উঠেছে ঠিকই কিন্তু সূর্য্য দেখার যোগ্যতা তাদের নেই। তাই তাদের সূর্য্য উঠেনি বলাটা অসম্ভব কিছু নয়!

এরকম হয়তঃ সামীউল সাহেবের অবস্থা! তাই তিনি বলেছেন আমি কোন দলিলই দেইনি!(?)

আরেকটি কথা তিনি বারবার বলেছেন, আমি নাকি কিতাবের ইবারত কাটসাট করে দিয়েছি, উনার মুরব্বী দেওবন্দী আলেমগণের ফতওয়া বিকৃত ভাবে উপস্থাপন করেছি! আস্তাগফিরুল্লাহ!

আমি যদি দেওবন্দী ফতওয়া বিকৃত ভাবে উপস্থাপন করেই থাকলাম তাহলে তিনি শুধু একটি ইবারত উল্লেখ করেই বসে থাকলেন? বাকী ইবারত গুলো কই গেল? উই পোকায় খেয়ে ফেলেছে? নাকি বাটপারী করলেন ??

** কোথাও মুস্তাহসান আর কোথাও মুস্তাহাব ?

সামীউল সাহেব অভিযোগ করেছেন যে, আমি নাকি কোথাও মুস্তাহসান আবার কোথাও মুস্তাহাব বলে স্ববিরোধী বক্তব্য দিয়েছি! এক্ষেত্রে আমার পরামর্শ থাকবে বেশী করে দুধ, ডিম খেয়ে আমার ফতওয়া পড়ার জন্য! তখন তার জবাব স্বয়ংকৃয় ভাবে পেয়ে যাবেন।

ঠিক আছে, আমি নাহয় স্ববিরোধী বক্তব্য দিয়েই ফেলেছি! তো আপনার প্রদত্ব মিথ্যাচারে আপনি নিজেই আমার দেয়া একটি ইবারত উপস্থাপন করেছেন,

(سوال : ٣١٠٣) : بعد نماز جنازہ قبل دفن اولیاء میت مصلیوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ تین تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑہ کر میت کو ثواب بخش دیویں ۔

(الجواب) : ایصال ثواب میں کچہ حرج نہیں ہے ۔ پس اگر بعد نماز جنازہ کے تمام لوگ یا بعد سورہ اخلاص کو تین بار پڑہ کر میت کو ثواب پنچاویں تو اس میں کچہ حرج نہیں ہے ۔ البتہ دعا کو بعد نماز جنازہ کے فقہاء نے مکروہ لکہا ہے۔ { فتاوی دارالعلوم دیوبند ج ۵ ص ۲۸۳}

অনুবাদঃ (সওয়াল নং ৩১০৩) জানাজার নামাজের পর দাফনের পূর্বে মৃতের অভিভাবক মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনারা ৩ বার করে সূরা এখলাছ পড়ে মৃতব্যক্তিকে সওয়াব রেসানী করুন (এটা কেমন হবে) ?

জবাবঃ ঈসালে সওয়াবে কোন অসুবিধা নেই। সুতরাং জানাজার নামাজের পর সকল লোক কিংবা কয়েক জন মিলে সূরা এখলাছ ৩ বার করে পড়ে সওয়াব রেসানীতে কোনই অসুবিধা নেই। কিন্তু জানাজার নামাজ পরবর্তী দু'আকে ফকীহগণ মকরূহ লিখেছেন!(?) (ফতওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ, দারুল ইশাআত করাচীর ছাপা ৫/২৮৩)

সওয়াব রেসানী দু'আ করেই করতে হয়। দু'আ ছাড়া সওয়াব রেসানী হয়না। যদি তাই হয়, এখানে পরিস্কার স্ববিরুধী বক্তব্য পরিলক্ষিত হচ্ছে!

এছাড়াও উক্ত কিতাবের একই খন্ডের ২৯৩ - ৯৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে,

(سوال ۳۱۳۴) : بعد نماز جنازہ قبل دافن چند مصلیوں کا ایصال ثواب کے لئے سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ اخلاص تین بار آہستہ آواز سے پڑہنا اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتہ اٹہا کر مختصر دعا کرنا شرعا درست ہے یا نہیں ؟

(الجواب) : اس میں کچہ حرج نہیں ہے لیکن اس کو رسم کر لینا اور التزام کرنا مثل واجبات کے اس بدعت بنادے گا ۔ { فتاوی دارالعلوم دیوبند ج ۵ ص ۲۹۳ – ۹۴}

অনুবাদঃ (সওয়াল নং ৩১৩৪) জানাজার নামাজের পর দাফনের পূর্বে কিছু মুছল্লী ঈসালে সওয়াবের নিয়তে সূরা ফাতেহা ১ বার, সূরা এখলাছ ৩ বার স্বল্প আওয়াজে পড়া এবং জানাজার ইমাম কিংবা কোন নেক মানুষ দুই হাত উঠিয়ে সংক্ষিপ্ত দু'আ করা শরীয়তে জায়েজ কি না?

জবাবঃ এতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এটাকে এমন রুসম বানানো যাবেনা যা ওয়াজিবের মত মনে করা হয়ে থাকে। যদি তাই করা হয়, তবে তা বিদআতের পর্যায়ে চলে যাবে। (ফতওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ, দারুল ইশাআত করাচীর ছাপা ৫/২৯৩-৯৪)

যাদের চোখ আছে তারা সকলেই দেখছেন যে, দেওবন্দি প্রশিদ্ধ ফতওয়ার কিতাবে পাশাপাশি উল্লেখ আছে, দু'আ করাতে কোন অসুবিধা নেই এবং ফকিহগণ দু'আ করাকে মকরূহ বলেছেন!

এখানে কি স্ববিরোধীতা হলোনা? কিংবা ফকিহ গণের উলটা মতামত পেশ করা হলোনা?

সামীউল সাহেবের চোখে আমার স্ববিরোধী! বক্তব্যই ধরা পড়ল আর উনার মুরব্বীদেরটা ধরা পড়লনা?

আসল কথা হলো, আমি জানাজার পর দু'আ করাকে মুস্তাহসান বলেছি। আর ইমাম ফজলী রাহিমাহুল্লাহর অভিমত لا بأس به এর কায়দা বুঝাতে মুস্তাহাবের কথা উল্লেখ করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য সামিউল সাহেবরা বুঝেন নি।

**** প্রচলিত প্রথাঃ**

সামীউল সাহেব তার মিথ্যাচারে বলেছেন, জানাজার নামাজের পর সম্মিলিত দু'আ করা *[এটি প্রচলিত একটি প্রথা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে আজমাইন, তাবেয়িন, তাবে-তাবেয়িন, আইম্মায়ে মুজতাহিদিন, সালাফে সালেহিন কারো থেকেই প্রমাণিত নয়]*

সামীউল সাহেবের এ দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যে। আমি আমার লিখিত ফতওয়ায় তা ক্লিয়ার উল্লেখ আছে। যেমন আপনারা আমার লিখিত ফতওয়ায় দেখেছেন,

জানাজা নামাজ পরবর্তী দু'আ নবীজী হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অনুমোদিত একটি বিষয়। কেননা নবীজী হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে,

رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ عُمَرُ وَمَعَهُ قَوْمٌ فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ ثَانِيًا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ لَا تُعَادُ ، وَلَكِنْ اُدْعُ لِلْمَيِّتِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ . (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط دار الكتب العلمية ، ج ١ ص ٣١١ ، كتاب الاثر للشيباني ، ط دار الكتب العلمية ، ج ٢ ص ١٢٠ ، مبسوط للسرخسى ط دار المعرفة ج ٢ ص ٧٦)

অনুবাদঃ হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি এক জানাজার নামাজ পড়লেন। নামাজ শেষে হযরত উমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এক জামাত ছাহাবী নিয়ে উপস্থিত হলেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার জানাজা পড়ার ইচ্ছা করলে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, জানাজার নামাজ দ্বিতীয়বার পড়না; বরং মইয়্যিতের জন্য দু'আ করো আর তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। (বাদায়েউস সানায়ে, দারুল কুতুব আল ইলমিইয়্যাহ বৈরুতের ছাপা - ১/৩১১, কিতাবুল আসার দারুল কুতুব আল ইলমিইয়্যাহ বৈরুতের ছাপা ২/১২০, মাবসূত লিস সারাখসী, দারুল মা'রিফাহ বৈরুতের ছাপা, ২/৭৬)

অন্য হাদিস শরিফে ইরশাদ হচ্ছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى جِنَازَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ : إِنْ سَبَقْتُمُونِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالدُّعَاءِ لَهُ. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط دار الكتب العلمية ، ج ١ ص ٣١١ ، كتاب الاثر للشيباني ، ط دار الكتب العلمية ، ج ٢ ص ١٢٠ ، مبسوط للسرخسى ط دار المعرفة ج ٢ ص ٧٦)

অনুবাদঃ প্রখ্যাত ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জানাজা পেলেন না। অতঃপর তিনি যখন উপস্থিত হলেন, উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনারা আমার আগে জানাজার নামাজ পড়ে নিয়েছেন, তবে দু'আর ক্ষেত্রে আমার অগ্রবর্তী হবেন

না। (বাদায়েউস সানায়ে, দারুল কুতুব আল ইলমিইয়্যাহ বৈরুতের ছাপা - ১/৩১১, কিতাবুল আসার দারুল কুতুব আল ইলমিইয়্যাহ বৈরুতের ছাপা ২/১২০, মাবসূত লিস সারাখসী, দারুল মা'রিফাহ বৈরুতের ছাপা, ২/৭৬)

সামীউল সাহেবরা কি অন্ধ? যদি অন্ধ না হয়ে থাকেন তাহলে এ দলিল গুলো দেখলেন না?

**প্রসংঙ্গঃ أسرعوا بالجنازة

সামীউল সাহেবের পরবর্তী বড় অভিযোগ হলো, নবীজী বলেছেন জানাজা (লাশ) তাড়াতাড়ি দাফন করে দাও। তারমতে এখানে আমরা সম্মিলিত মোনাজাত করে দেরী করে ফেলি। যেমন তিনি কয়েকটি দলিল পেশ করে বলেছেন,

[সুতরাং জানাযার পর সাথে সাথে কালক্ষেপণ না করে দ্রুত দাফন করা শরিয়তের বিধান। সেখানে জানাযার সালাম ফিরানোর পর, সম্মিলিত দুআ করে সময় ব্যয় করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামের নির্দেশের অবমাননার নামান্তর নয় কি?]

সামীউল সাহেবের এই অভিযোগ বড়ই যুক্তিযুক্ত এবং তা আমলে নেয়ার মত বিষয়। কিন্তু সামীউল সাহেবরা কি নিজে আমল করে আমাদেরকে এই নছিহত করলেন? না ঐ হুযুরের মত অবস্থা, যিনি সদকার ওয়াজ করেছিলেন আর ওয়াজ শুনে উনার পরিবার হুযুরের ছাগলটি দান করে দিয়েছিলেন! ঘরে এসে হুযুর বলেছিলেন, এটা তো আমাদের জন্য নয়; বরং লোকেরা যাতে দান সদকা বেশী করে করে, আর আমাদেরকেও দেয় এজন্যে!

সামীউল সাহেবরা কি তাহলে এমনই নাকি? না হলে উনাদের কোন মুরব্বী মারা গেলে সারা দেশের নেতারা ভাষণ দেন, মুর্দার কীর্তি কলাপ তুলে ধরেন, যেদিন মারা গেছেন তার ৩ দিন পরে জানাজার নামাজ পড়েন! এতে কি দেরী হয়না? এটা কি নবীর নির্দেশের অবমাননা হয়না??

উদাহরণ স্বরূপ দু'একটি নজির নিম্নরূপঃ

০১. খতীব উবায়দুল হক সাহেব মারা গেলেন ০৬ ই অক্টোবর ২০০৭ ইংরেজী রাত ১১.১৫ মিনিটে। জানাজার নামাজ হলো পরের দিন বিকাল ৩ টায়।

০২. শায়খুল হাদিস আজিজুল হক সাহেব মারা গেলেন, ৮ আগষ্ট ২০১২ দুপুর ১২ টায়। জানাজার নামাজ পড়া হলো পরের দিন ১১টার সময়।

০৩. মাওঃ মুহিউদ্দীন খান সাহেব মারা গেলেন, ২৫ জুন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায়। দাফন করা হলো ৩য় দিন ২৭ জুন সাড়ে ১১টায়। মাঝখানে মাযহাবের উলটা কাম জানাজা হলো ৩ বার!

০৪. আমাদের জগন্নাথপুরের কৃতি সন্তান শায়খে কাতিয়া ২০১০ সনের ৩০ রমজান ২.১৫ মিনিটের সময় সিলেটে উনার বাসায় ইন্তেকাল করেন। পরের দিন ঈদের জামাতের পর ১ম জানাজা এবং বাড়ীতে এনে ২য় জানাজা পড়ে বিকালে দাফন করা হয়।

কই, এসব ক্ষেত্রে তো নবীর নির্দেশের অবমাননা হওয়ার অভিযোগ উঠলনা? أسرعوا بالجنازة এর নছিহতও কেউ করলনা??

দিনের পর দিন ফ্রিজে লাশ রেখে তারপর জানাজা পড়া যাবে, ঘন্টার পর ঘন্টা জানাজা সামনে নিয়ে ভাষণ দেয়া যাবে, আর দু'এক মিনিটের দু'আ করা যাবেনা! ফতওয়া জারী করবেন! এমন মুফতিগিরি কই থেকে শিখলেন সামীউল সাহেব? এগুলো কি বাটপারী না??

মজার বিষয় হলো, উক্ত হাদিসে বলা হয়েছে লাশ কাঁধে নিয়ে দ্রুত যাওয়ার জন্য। আর সামিউল সাহেব নবীজীর হাদিসের উপর শুরু করেছেন মুফতিগিরি! এটা কি অর্থ জালিয়াতী নয়? নাকি উনি না বুঝেই বকবক করছেন?

**** ফতওয়া বাযযাযিয়ার নিষেধাজ্ঞাঃ**

সামীউল সাহেব অজ্ঞতার চরম পরিচয় দিয়ে আমার ফয়সালাকৃত একটি বিষয় উল্লেখ করে তিনি নিজে জাহিলে মুরক্কব হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেন। যেমন তিনি বলেছেন,

[জানাজার নামাযের সালাম ফিরানোর পর পুনরায় সকলে একত্রে হাত তুলে দুআ করার প্রচলন সম্পূর্ণ বিদআত। ফুকাহায়ে কেরামগণ জানাযার সালাম ফিরানোর পর আবারও দুআ করতে নিষেধ করেছেন। যেমনটি ফাতাওয়ায়ে বাযযাযিয়াতে এসেছে।

لا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة لانه دعا مرة

ফাতাওয়া বাযযাযিয়া আও আল জামেউল ওয়াজীয ফী মাযহাবিল ইমাম আল আ'যম আবী হানীফা আন নু'মান, ৪/৮০]

ধূর্ত সামীউল সাহেব এখানে ইবারত খানার অনুবাদ দেন নি। তার কারণ অনুবাদ দিয়ে

দিলে আর ধূর্তামি করা যাবেন।

উক্ত ইবারতে ইমাম কারদারী (ইন্তেকাল ৮২৭ হিজরী) রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

لا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة لانه دعا مرة لان اكثرها دعاء. (بزازية ج ٤ ص ٨٠)

অনুবাদঃ জানানাযার নামাযের পর দু'আর জন্য দাঁড়াবেনা। কেননা, জানাজার নামাযের অধিকাংশই দু'আ আর দু'আ একবার। (বাযযাযিয়াহ ৪/৮০)

এখানে ইমাম কারদারী ৩ টি কথা বলেছেন,

০১. নামায শেষ করে দু'আ করার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবেনা।

০২. জানাজার অধিকাংশই দু'আ।

০৩. দু'আ একবার।

১ম অভিযোগ আমাদের উপর চলেনা। কারণ কাতারে দাঁড়িয়ে থাকিনা। আর ২য় ও ৩য় অভিযোগ ইমাম কারদারীর উর্ধতন ইমাম আল্লামা কাসানী রাহিমাহুল্লাহ'র (ইন্তেকাল ৫৮৭ হিজরী) প্রদত্ব ফতওয়ায় রদ হয়ে যায়। যেমন ইমাম কাসানী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

وَلَا بَأْسَ بِتَكْرَارِ الدُّعَاءِ ؛ وَلِأَنَّ حَقَّ الْمَيِّتِ. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط دار الكتب العلمية ، ج ١ ص ٣١١)

অনুবাদঃ আর দু'আ বারবার হওয়াতে কোনই দূষ নেই। আর দু'আ অবশ্যই মৃতব্যক্তির হক বা পাওনা। (বাদায়েউস সানায়ে, দারুল কুতুব আল ইলমিইয়্যাহ বৈরুতের ছাপা - ১/৩১১)

সুতরাং দু'আ বার বার হতে কোন সমস্যা নেই। এখানে ইমাম কাসানির বক্তব্যে ইমাম কারদারীর বক্তব্য রদ হয়ে যায়।

আর সামীউল সাহেবের শায়েখদের শায়েখ মাও. আব্দুল হক হাক্কানী সাহেব তো বলেছেনই -

تکرار دعا بذات خود ممنوع نہیں ہے ورنہ اوقات خمسہ میں سلام سے قبل دعا کرنے کی وجہ سے دعا بعد السلام کا ممنوع ہونا لازم ہوگا ۔ (فتاوی حقانية ج ٢ ص ٥٧)

অনুবাদঃ তাকরারে দু'আ (দু'আ বার বার হওয়া) মূলতঃ নিষেধ নয়। সুতরাং জানাজার নামাজের পর তাকরারে দু'আর অজুহাতে দু'আ নিষেধ করলে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর একই অজুহাতে ফরজ নামাজ পরবর্তী (সুন্নত) দু'আ নিষেধ হওয়া লাজিম হয়ে পড়ে। (কারণ, শেষ বৈঠকে اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا পড়ে সালাম ফিরায়েই দু'হাত তুলে মুনাজাত করা হয়ে থাকে)।

পরিতাপের বিষয়, সামীউল সাহেব 'বাযযাযিয়া' দেখলেন আর 'আল বাদায়েউস সানায়ে' দেখলেন না এমন কি নিজেদের কিতাব খানাও দেখলেন না, না দেখেই ফতওয়া দিয়ে দিলেন, আরেক জনের ভুলও ধরে ফেললেন, এটা কি ইলমের খেয়ানত হলনা?

** প্রসংঙ্গঃ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ

সামীউল সাহেব এরপর আমার ভুল ধরেছেন সুনান আবি দাউদের ৩১৯৯ নং হাদিস নিয়ে। এখানেও তিনি ধূর্তামির আশ্রয় নিয়েই সরল প্রাণ মুমিনদেরকে ধোকায় ফেলেছেন। তিনি আমার বক্তব্য হুবহু উল্লেখ করেননি। আমার বক্তব্য কাটসাট করেছেন। যাকে জালিয়াতি বলতে পারেন। কারণ আমি উক্ত হাদিস খানা দলিল হিসেবে পেশ করিনি। আমি হাদিস খানা পেশ করেছি জানাজার নামাজকে যারা দু'আ বলেন নামাজ বলতে অস্বীকার করেন তাদের জন্য। কারণ হাদিস শরীফ খানাতে পরিস্কার উল্লেখ আছে صلاة الجنازة বা জানাজার ছালাত বা নামাজ।

আমি জানতাম এই হাদিস পেশ করলে কি জন্য দিয়েছি তা না দেখেই মন্তব্য শুরু হয়ে যাবে। আর অবশেষে তাই হয়েছে। আর হাদিস খানাকে নিজের পক্ষে টানার জন্য ভূল অনুবাদ করেছি বলে যে অভিযোগ ভদ্র লোক করলেন তা হাস্যকর। কারণ জানাজার পরের দু'আর দলিলে আমি হাদিস খানা পেশই করিনি!

** প্রসংঙ্গঃ হাদিস শরিফ খানাঃ জানাজার নামাজের দু'আ সংক্রান্ত হাদিস শরীফ খানা হলো-

عن أبِي هريرةَ، سمعتُ النبي صلَّى الله عليه وسلم يقول: "إذا صلَّيتُم على الميِّتِ فأخلِصُوا له الدعاء". (سنن أبي داؤد كتاب الجنائز ، باب الدعاء للميت، رقم ٣١٩٩، تحقيق محمد شعيب الأرنؤوط "حسن" ، تحقيق ألباني

صحيح سنن أبي داؤد ج ٢ ص ٢٩٩ "حسن" ، سنن ابن ماجة ١٤٩٧ ، مصنف عبد الرزاق ٦٤٢٨، صحيح ابن حبان ٣٠٧٦ و ٣٠٧٧)

** হাদিস শরীফ খানার মূল মতনঃ إذا صلَّيتُم على الميِّتِ فأخلِصُوا له الدعاء

এখানে বাক্যটি শর্তিয়াহ। আপনারা যারা আরবি বুঝেন, দেখেন বাক্যের প্রথম শব্দ হলো إِذَا যার বাংলা অর্থ হলো 'যখন'। আরবি গ্রামারের ভাষায় এটিকে 'হরফে শর্ত' বলে। একটু সহজতার জন্য বাংলাতে একটি উদাহরণ পেশ করা যাক। যেমন আপনি আপনার ছোট্ট মা মনিকে বললেন, মা! এবছর তুমি যদি ক্লাশে ফার্স্ট হতে পারো আব্বু তোমাকে নতুন ব্যগ কিনে দেব। এক্ষেত্রে আপনার মেয়ে প্রথমে ফার্স্ট হবে তারপর আপনার ব্যগ কিনে দেয়া। আরেকটা উদাহরণঃ আপনি একজনকে বললেন, তুমি যদি বাজারে যাও তাহলে চা খাওয়াব। এখানে বাজারে যাওয়ার পরেই সে চা খাওয়ার দাবিদার হবে।

এবার আসুন মহান কালামে পাক থেকে একটু উদাহরণ পেশ করি।

٠١. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. (سورة الانشراح ٠٧)

٠٢. وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا. (سورة الاحزاب ٥٣)

٠٣. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (سورة الجمعة ١٠)

٠٤. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. (سورة المائدة ٦)

** প্রথম আয়াতঃ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ যার বাংলা অর্থ (প্রকৃত) হলো - "যখন নামাজ থেকে অবসর হবেন, তখন আপনার রবের নিকট দু'আ করুন"। অথবা বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ সমূহে যা লিখা আছে, "যখন অবসর হবেন পরিশ্রম করুন" আবার কেউ বলেছেন, "যখন অবসর হবেন সাধনা করুন"।

যে যাই বলেন আমার কথা সেখানে নয়। আমার কথা হলো এখানে বাক্যটির প্রথম অংশ শর্ত আর দ্বিতীয় অংশ তার জাযা। মানে একটি শেষ করেই আরেকটি করার নির্দেশ।

** দ্বিতীয় আয়াতঃ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا যার বাংলা অর্থ হলো- "যখন তোমাদের খাওয়া শেষ হয়ে যাবে তখন (নবীর ঘর থেকে) তোমরা বের হয়ে যাও"। দেখুন আগের মতই অবস্থা। বাক্যটির প্রথম অংশ শর্ত আর দ্বিতীয় অংশ জাযা। সুতরাং খাওয়া শেষ করে তারপর বের হওয়ার নির্দেশ। এখানে খাওয়ার ভেতরেই দৌড় দেওয়ার নির্দেশ নেই।

** তৃতীয় আয়াতঃ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ যার বংলা অর্থ হলো- "যখন নামাজ শেষ হবে তখন (হালাল রুজীর তালাশে) যমীনে ছড়িয়ে পড়"। এখানেও বাক্যটির প্রথম অংশ শর্ত আর দ্বিতীয় অংশ জাযা। সুতরাং নামাজ শেষ করে তারপর রোজগারে যাবেন এটাই আয়াতের নির্দেশ। এখানে নামায শেষ না করে রুজী তালাশে বের হওয়ার হুকুম নেই।

** চতুর্থ আয়াতঃ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ যার বাংলা অর্থ হলো- "যখন তোমরা নামাজ পড়ার ইচ্ছা করবে তখন (উযু করো) তোমাদের মূখমন্ডল ধৌত

করো ...”। এখানেও প্রথমে নামাযের ইরাদা তারপরে উযু করার নির্দেশ। সহজ কথায় প্রথমে শর্ত পালন তারপর জাযা পাওয়া। আর এটাই নিয়ম মানে একটি শেষ করেই দ্বিতীয়টির হুকুম।

তাহলে, إذا صلَّيتُم على الميِّتِ فأخلِصُوا له الدعاء এর অনুবাদে আমি যা উপস্থাপন করেছি, তা কি করে ভুল হবে?

এবার আসুন আমরা إِذَا শব্দটির কায়েদা জেনে নিই। আমরা জানি فعل ماضى এর পুর্বে إِذَا আসলে فعل ماضى টি বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কালের তথা فعل مضارع এর অর্থ জ্ঞাপন করে। যেমন কবি বলেছেন,

ماضى بمعنى مضارع چند جاں = عطف ماضى برمضارع درمقام ابتداء

بعد موصول وندا ولفظ اذا حيث كلما = در جزاء و شرط عطف بردو باشد و دعا۔

সুতরাং বলা চলে যে, صلَّيتُم শব্দের পূর্বে اذا ব্যবহৃত হওয়ায় إذا صلَّيتُم على الميِّتِ এর অর্থ দাঁড়ায় “তোমারা যখন মৃতের উপর (জানাজার) নামাজ পড় বা পড়বে”।

এরপরের বাক্যাংশ হলো, أخلِصُوا له الدعاء । যার অর্থ হলো “খাছ করে তার জন্য দু’আ করো।

কিন্তু إذا صلَّيتُم على الميِّتِ এবং أخلِصُوا له الدعاء এর মাঝখানে একটি অব্যয় রয়েছে আর তা হলো ف ।এই ف এর অর্থ কি? আর ف কেনইবা ব্যবহৃত হয়?

আমরা জানি হুরুফে আতফ (حروف عطف) মোট ৯ টি। আর তা হলো,

الواو، والفاء، وثمّ، وحتّى، وأو، وأم ، بل، ولا، ولكن

এখানে দ্বিতীয় হরফটি হলো (الفاء) ف এটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এরমধ্যে প্রধানতম দু'টি অর্থ হলো, الترتيب (ধারাবাহিকথা অর্থে) এবং التعقيب (পশ্চাদ্বর্তীকরণ অর্থে)।

আমাদের আলোচ্য হাদিস শরীফের মতন (إذا صلَّيتُم على الميِّتِ فأخلِصُوا له الدعاء) এর জুমলায়ে শর্তিয়ায় ব্যবহৃত ف হরফটি التعقيب এর অর্থ জ্ঞাপন করছে। তারপরেও যেহেতু বাক্যটি শর্তিয়া তাই পূর্বে উল্লেখিত আয়াত সমূহের মত শর্ত পূরণ করেই জাযার উপর আমল করাই বিধেয়। তাই আমার প্রদত্ব অনুবাদে কোন জালিয়াতী করা হয়নি; বরং সঠিক ভাবেই করা হয়েছে। এবং তা আবারও উল্লেখ করিছ,

عن أبيِ هريرةَ، سمعتُ النبي صلَّى الله عليه وسلم يقول: "إذا صلَّيتُم على الميِّتِ فأخلِصُوا له الدعاء". (سنن أبي داؤد كتاب الجنائز ، باب الدعاء للميت، رقم ٣١٩٩، تحقيق محمد شعيب الأرنؤوط "حسن" ، تحقيق ألباني صحيح سنن أبي داؤد ج ٢ ص ٢٩٩ "حسن" ، سنن ابن ماجة ١٤٩٧ ، مصنف عبد الرزاق ٦٤٢٨، صحيح ابن حبان ٣٠٧٦ و ٣٠٧٧)

অনুবাদঃ হযরত আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দয়াল নবীজী হুজুর নবীয়ে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জবান মোবারক থেকে

শুনেছি, যখন তোমরা জানাজার ছালাত তথা নামাজ পড়ে নেবে তখন তার জন্য খাছ করে দু'আ করবে। (সুনান আবু দাউদ ৩১৯৯, সুনান ইবনু মাযাহ ১৪৯৭, মুছান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ৬৪২৮, ছহিহ ইবনু হিব্বান ৩০৭৬,৭৭)

আমাকে অনুবাদ শেখাতে সামীউল সাহেব বিভিন্ন কোম্পানীর ছাপা বাংলা অনুবাদের স্কিন শর্ট দিয়েছেন! হায়রে মুফতী গিরি !!

সামীউল সাহেব গংদের জানিয়ে দিতে চাই, আমরা বাংলা অনুবাদ গ্রন্থের মুখাপেক্ষী নই। আমাদের হুযুরগণ পরিশ্রম করে আমাদেরকে যে শিক্ষা দিয়েছেন তা বাংলা অনুবাদ গ্রন্থের মুখাপেক্ষী হতে পারেনা !!

এখানে একটি কথা বিনা দ্বিধায় ঘোষণা দিচ্ছি যে, ইমামগণ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় জানাজা পরবর্তী দু'আর পক্ষে-বিপক্ষে কোন কথাই বলেন নি। ছাহিবুল মিরকাত আল্লামা মুল্লা আলী কারীও বলেন নি। তাহলে কেন ইমামগণের নামে মিথ্যাচার?

জানাজার নামাজ পরবর্তী দু'আ বৈধতা প্রদানকারী হাদিস সমূহঃ

হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে,

رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ عُمَرُ وَمَعَهُ قَوْمٌ فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ ثَانِيًا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ لَا تُعَادُ ، وَلَكِنْ ادْعُ لِلْمَيِّتِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ .(بدائع الصنائع

في ترتيب الشرائع ، ط دار الكتب العلمية ، ج ١ ص ٣١١ ، كتاب الاثر للشيباني ، ط دار الكتب العلمية ، ج ٢ ص ١٢٠ ، مبسوط للسرخسى ط دار المعرفة ج ٢ ص ٧٦)

অনুবাদঃ হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি এক জানাজার নামাজ পড়লেন। নামাজ শেষে হযরত উমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এক জামাত ছাহাবী নিয়ে উপস্থিত হলেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার জানাজা পড়ার ইচ্ছা করলে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, জানাজার নামাজ দ্বিতীয়বার পড়না; বরং মইয়্যিতের জন্য দু'আ করো আর তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। (বাদায়েউস সানায়ে, দারুল কুতুব আল ইলমিইয়্যাহ বৈরুতের ছাপা - ১/৩১১, কিতাবুল আসার দারুল কুতুব আল ইলমিইয়্যাহ বৈরুতের ছাপা ২/১২০, মাবসূত লিস সারাখসী, দারুল মা'রিফাহ বৈরুতের ছাপা, ২/৭৬)

অন্য হাদিস শরিফে ইরশাদ হচ্ছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى جِنَازَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ : إِنْ سَبَقْتُمُونِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالدُّعَاءِ لَهُ. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط دار الكتب العلمية ، ج ١ ص ٣١١ ، كتاب الاثر للشيباني ، ط دار الكتب العلمية ، ج ٢ ص ١٢٠ ، مبسوط للسرخسى ط دار المعرفة ج ٢ ص ٧٦)

অনুবাদঃ প্রখ্যাত ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জানাজা পেলেন না। অতঃপর তিনি যখন উপস্থিত হলেন, উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনারা আমার আগে জানাজার নামাজ পড়ে নিয়েছেন, তবে দু'আর ক্ষেত্রে আমার অগ্রবর্তী হবেন না। (বাদায়েউস সানায়ে, দারুল কুতুব আল ইলমিইয়্যাহ বৈরুতের ছাপা- ১/৩১১, কিতাবুল আসার দারুল কুতুব আল ইলমিইয়্যাহ বৈরুতের ছাপা ২/১২০, মাবসূত লিস সারাখসী, দারুল মা'রিফাহ বৈরুতের ছাপা, ২/৭৬)

** সামীউল সাহেবের আরেকটি অভিযোগঃ

সামীউল সাহেবের অভিযোগ আমি নাকি পাঞ্জেগানা নামাজের পর দু'আর হাদিস গুলো এখানে এড করে দিয়েছি!

হায়রে পন্ডিত! আমি তো দুবুরের ব্যাখ্যা দিতেই এ হাদিস গুলো এনেছি। কিন্তু সামীউল সাহেব যেহেতু বিরুধীতা করবেন তাই বিরুধীতার খাতিরেই তিনি এসব আজে বাজে কথা লিখেছেন।

** ফিকহের ইবারত প্রসংঙ্গঃ

আমার জব্বর হাসি পাচ্ছে, আমি নাকি পুস্তিকা লিখেছি! আমি নাকি রেসালা লিখেছি! হায়রে পন্ডিত মশাই! আগে এগুলো শিখেন তারপর লেখক হবেন। আপনি তো সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনে ব্যস্ত। সস্তা জনপ্রিয়তা মানুষকে হাস্যরসের খোরাকে পরিনত করে।

সুপ্রিয় পাঠক/পাঠিকা! যারা আমার ভুমিকা পড়েছেন তারা বুঝতে পেরেছেন বিষয়টি, কারণ এখনো আমি এটাকে পুস্তিকা আকার দেইনি। আমি পান্ডুলিপি রেডি করেছি! এবং এই পান্ডুলিপি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুকে দিয়েছি এই আসায় যে, যারা বুঝে তারা কমেন্ট করবে আর তা থেকে আমার ফতওয়াটি শক্তিশালী হবে সংশোধনের সুযোগ পাব। তারপর একসময় প্রিন্ট করা যাবে। এ একই উদ্দেশ্যে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে pdf ফাইল আকারে বিভিন্ন আলেমের কাছেও প্রেরণ করেছি। এভাবে সামীউল সাহেবও বাই দ্যা বাই পেয়েছেন।

ফিকহের ইবারতে দু'টি হেডলাইন থাকার কথা ছিল। যেমনঃ ০১. চতুর্থ তাকবীরের পরে সালাম ফেরানোর আগে দু'আ, এবং ০২. চতুর্থ তাকবীরের পরে সালাম ফেরানোর পরে দু'আ। এটা হতেই পারে কারণ এটা তো ফাইনাল কপি না; প্রিন্ট কপি না! এটা আমার সংশোধনীর আওতাধীন বিষয়। তাও আমি ইবারত গুলোকে ধারাবাহিক ভাবেই এনেছি। শুধু ডিভাইড করে দিলেই কাফি। আশা করি বুঝতে পেরেছেন।

**** শুধুই কি ইমাম ফদ্বলী রাহিমাহুল্লাহ'র কথাই এনেছি? (!)**

সামীউল সাহেবের অভিযোগ আমি ইমাম ফদ্বলী রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্য ছাড়া ফিকহি কোন দলিল আনতে পারিনি!

দেখুন তাহলে আমার ফতওয়াঃ

০১. ইমাম কাসানী রাহিমাহুল্লাহ (ইন্তেকাল ৫৮৭ হিজরী) বলেছেন,

وَكَذَا الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ صَلَّوْا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةً بَعْدَ جَمَاعَةٍ؛ وَلِأَنَّهَا دُعَاءٌ ، وَلَا بَأْسَ بِتَكْرَارِ الدُّعَاءِ ؛ وَلِأَنَّ حَقَّ الْمَيِّتِ. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط دار الكتب العلمية ، ج ١ ص ٣١١)

অনুবাদঃ আর এভাবে ছাহাবায়ে কেরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহ আলাইহিম আজমাঈনগণ নবীজী হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জানাজার নামাজ জামাতের পর জামাতের মাধ্যমে আদায় করেছেন। আর নিশ্চয়ই এটা ছিল দু'আ; আর দু'আ বারবার হওয়াতে কোনই দূষ নেই। আর দু'আ অবশ্যই মৃতব্যক্তির হক বা পাওনা। (বাদায়েউস সানায়ে, দারুল কুতুব আল ইলমিইয়্যাহ বৈরুতের ছাপা - ১/৩১১)

উক্ত ইবারত থেকে সুস্পষ্ট রূপেই বুঝা যাচ্ছে যে বারবার দু'আ করতে কোনই সমস্যা নেই।

০২. আল্লামা ইমাম ইবনু নুজাইম আল মিছরী আল হানাফী রাহিমাহুল্লাহ (৯২৬-৯৭০ হিজরী) আরোও বলেন,

وَقُيِّدَ بِقَوْلِهِ بَعْدَ الثَّالِثَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْعُو بَعْدَ التَّسْلِيمِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَعَنْ الْفَضْلِيِّ لَا بَأْسَ بِهِ. (البحر الرائق ط دار الكتاب الإسلامي ج ٢ ص ١٩٧، دار الكتب العلمية ج ٢ ص ٣٢١)

অনুবাদঃ আর দু'আ করাকে (দয়াল নবীজীর কওল অনুযায়ী) তৃতীয় তাকবীরের পর নির্ধারিত (অধীন) করে দেয়া হয়েছে। কেননা সালাম ফেরানোর পর (কাতারে দাঁড়িয়ে)

কোন দু'আ নেই , এ অভিমতটি খুলাছা কিতাবে আছে। আর হানাফী মাযহাবের মশহুর ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল ফদ্বল আবু বকর আল ফদ্বলী আল কামারী আল বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, (জানাজার নামাজের পর) দু'আ করাতে কোন অসুবিধা নেই (বরং মোস্তাহাব)। (আল বাহরুর রায়েক, দারুল কিতাব আল ইসলামী বৈরূতের ছাপা ২/১৯৭, দারুল কুতুব আল ইলমিইয়্যাহ বৈরূতের ছাপা - ২/৩২১)

০৩. হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، أَوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ. (سنن الترمذي ١٠٢٧، سنن ابن ماجة ١٤٩٥، مشكاة المصابيح ١٦٧٣)

অনুবাদঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা এক মৃত ব্যক্তির জানায আদায় করলেন এবং তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন। তাকে এ প্রসঙ্গে আমি প্রশ্ন করলে তিনি

বললেন, এটা সুন্নাত অথবা সুন্নাতের পূর্ণতা দানকারী।(সুনান আত তিরমিযি ১০২৭, সুনান ইবনে মাযাহ ১৪৯৫, মিশকাতুল মাসাবীহ ১৬৭৩)

উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় ভারত উপমাহাদেশের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহ আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ আনহু স্বীয় শরাহ গ্রন্থ "আশইয়্যাতুল লুমআত ফি শরহিল মিশকাত" কিতাবে বলেন,

احتمال دارد کہ بر جنازہ بعد از نماز یا پیش اذاں بقصد تبرک خواندہ باشد۔ چنانکہ الان متعارف است واللہ اعلم ۔ (اشعیۃ اللمعات ج ۱ ص ۳۴۲)

অনুবাদঃ সম্ভবত তিনি জানাজার আগে বা পরে মইয়্যিতের জন্য দু'আ করেছেন যা আজকাল দৃষ্টি গোচর হয়। আল্লাহই ভাল জানেন। (আশইয়্যাতুল লুমআত ফি শরহিল মিশকাত ১/৩৪২)

দু'আ নিষেধ হলে শায়খ একথা কখনো বলতেন না।

সুতরাং জানাজার নামাজ আদায় করে সম্মিলিত মোনাজাত অবশ্যই দলিল সম্মত প্রমাণীত হলো।

**** ইমাম ফদ্বলী রাহিমাহুল্লাহ কি একাকী দু'আর কথা বলেছেন?**

সামীউল সাহেব এখানে এসে বড় নির্লজ্জ মিথ্যাচার করেছেন! যেমন তিনি বলেছেন, *[আসলে ইমাম ফাযলী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর বক্তব্য দ্বারা জানাযার নামাযের পর কেউ কেউ*

একাকী চুপে চুপে দু'আ পড়তে পারে।এটির বৈধতা প্রমাণীত হয়।বিদআতি তরিকার সম্মিলিত দুআ নয়।]

[ফাতাওয়া হাক্কানিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৫]

ভুল ধরতে গিয়ে সামীউল সাহেবের মাথা ঠিক নেই। কারণ তিনি নিজের মনগড়া একটি কথা প্রতিষ্ঠিত করতে নিজেদের শায়খের কিতাবের রেফারেন্স দিলেন! কিন্তু [ফাতাওয়া হাক্কানিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৫] উক্ত পৃষ্ঠা বা তার আসপাসে যাকাতের আলোচনা বিদ্যমান!(?)

এরপর আরোও মারাত্বক ভারসাম্যহীনতার পরিচয় দিয়েছেন স্বঘোষিত ছোকরা সামীউল সাহেব! তিনি সৌদি আরবের রানিং মুফতীগনের ফতওয়া দিয়ে ইমাম ফদ্বলী রাহিমাহুল্লাহ'র ফতওয়াকে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে নিজেদের মিথ্যাচারিতাকে বৈধতা দেয়ার অপচেষ্টা করেছেন। ছি! সামিউল! ছি! এই জ্ঞানটুকুও আপনার নেই যে, কার ফতওয়াকে কে ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা রাখে!!

*** আর ওয়াহাবী সৌদি সরকারের রাষ্ট্রীয় মুফতীগণকে কারা দলিল হিসেবে গ্রহণ করে, তা পৃথিবীর সুন্নী জনতা বলতেই জানে!!*

উলামায়ে দেওবন্দ প্রসংঙ্গ

অপব্যাখ্যা করার কোন কিছুই বাকি রাখেননি **প্রফেসর আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** উত্তরসূরী সামীউল। তিনি উলামায়ে দেওবন্দের ফতওয়ার উপরও দেখিয়েছেন মুফতিগিরি!

সামিউল সাহেব গংদের কাছে আমি জানতে চাই, আমি দেওবন্দী আলেমগণের ৬টি ফতওয়া পেশ করলাম। আর সামিউল সাহেব গং মাত্র ১টির ভুল ধরে ঘুমিয়ে পড়লেন!

বাকি গুলো গায়েব করে নিলেন! তা কি ফতওয়া জালিয়াতি করা হলোনা? প্রতারণা করা হলোনা? আপনারা কি তাহলে জালিয়াতকারী নন? আপনারা কি তাহলে প্রতারক নন ??

প্রিয় পাঠক! সামীউল সাহেব দেওবন্দী ফতওয়ার যে অংশ নিয়ে বেটাগিরী করেছেন তা হলো,

(سوال : ٣١٠٣) : بعد نماز جنازہ قبل دفن اولیاء میت مصلیوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ تین تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑہ کر میت کو ثواب بخش دیویں ۔

(الجواب) : ایصال ثواب میں کچہ حرج نہیں ہے ۔ پس اگر بعد نماز جنازہ کے تمام لوگ یا بعد سورہ اخلاص کو تین بار پڑہ کر میت کو ثواب پنچاویں تو اس میں کچہ حرج نہیں ہے۔ البتہ دعا کو بعد نماز جنازہ کے فقہاء نے مکروہ لکہا ہے۔ کیونکہ نماز جنازہ خود دعاء

للمیت ہے، پس اس کے بعد اور کوئی دعا مشروع نہیں ہے۔ { فتاوی دارالعلوم دیوبند ج ۵ ص ۲۸۳}

অনুবাদঃ (সওয়াল নং ৩১০৩) জানাজার নামাজের পর দাফনের পূর্বে মৃতের অভিভাবক মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনারা ৩ বার করে সূরা এখলাছ পড়ে মৃতব্যক্তিকে সওয়াব রেসানী করুন (এটা কেমন হবে) ?

জবাবঃ ঈসালে সওয়াবে কোন অসুবিধা নেই। সুতরাং জানাজার নামাজের পর সকল লোক কিংবা কয়েক জন মিলে সূরা এখলাছ ৩ বার করে পড়ে সওয়াব রেসানীতে কোনই

অসুবিধা নেই। কিন্তু জানাজার নামাজ পরবর্তী দু'আকে ফকীহগণ মকরূহ লিখেছেন! কেননা জানাজার নামাজই হলো মইয়্যিতের জন্য দু'আ। সুতরাং তার পরে আর কোন

দু'আ বৈধ নয়!(?) (ফতওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ, দারুল ইশাআত করাচীর ছাপা ৫/২৮৩)

এখানে সামীউল সাহেবরা বড়ই নারাজ হয়েছেন। কারণ, আমি নাকি ইবারত কাটসাট করেছি! হ্যেঁ, সামিউল সাহেব আমি এখানে ইবারত ইচ্ছামত উপস্থাপন করেছি। তবে ফতওয়া জালিয়াত চক্রের মত কুমতলবে নয়!

প্রিয় পাঠক! লাল অংশ আমি উল্লেখ করিনি। তার কারণ হলো, আমরা যে সিস্টেমে দু'আ করি (কাতার ভংগ করে সূরা, দরূদ, ইস্তেগফার তেলাওয়াত করে) তা দারুল

উলুমের اس میں کچہ حرج نہیں ہے “এতে কোনই অসুবিধা নেই”। উক্ত অংশের উপরই নির্ভর করা যায়। বাকী অংশ জরূরী নয়। আর যারা কাতারে দাঁড়িয়ে সালাম ফিরিয়ে কোন কিছু না পড়েই দু’আ করেন তাদের জন্য লাল অংশ (البتہ دعا کو بعد نماز جنازہ کے فقہاء نے مکروہ لکہا ہے۔ کیونکہ نماز جنازہ خود دعاء للمیت ہے، پس اس کے بعد اور کوئی دعا مشروع نہیں ہے۔ “কিন্তু জানাজার নামাজ

পরবর্তী দু’আকে ফকীহগণ মকরূহ লিখেছেন! কেননা জানাজার নামাজই হলো মইয়্যিতের জন্য দু’আ। সুতরাং তার পরে আর কোন দু’আ বৈধ নয়”) প্রযোজ্য হবে।

আমি আগে বাগে এ ভাবে বললেই হয়ে যেত! কিন্তু কেন বলিনি তা যদি বলতে যাই তাহলে ফতওয়া দারুল উলুমের এ অংশকে চ্যালেঞ্জ করতে হয়! আর যেহেতু উনারা

পরবর্তী ফতওয়ায় বৈধতার নিরীখে ইজতেমায়ী দু’আকে ছাবিত রেখেছেন সুতরাং আর চ্যালেঞ্জের প্রয়োজন মনে করিনি।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় সামীউল সাহেব গং পরবর্তী অংশ চেপেই রেখে দিলেন! চেপে রাখলে কি হবে বন্ধু আমরা তো আর দেশ ছাড়িনি!

চেপে রাখা অংশ যা ইজতেমায়ী দু'আ সাপোর্ট করে। আর তা হলো-

(سوال ۳۱۳۴) : بعد نماز جنازہ قبل دافن چند مصلیوں کا ایصال ثواب کے لئے سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ اخلاص تین بار آہستہ آواز سے پڑہنا اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتہ اٹہا کر مختصر دعا کرنا شرعا درست ہے یا نہیں ؟

(الجواب) : اس میں کچہ حرج نہیں ہے لیکن اس کو رسم کر لینا اور التزام کرنا مثل واجبات کے اس بدعت بنادے گا ۔ { فتاوی دارالعلوم دیوبند ج ۵ ص ۹۴-۲۹۳)

অনুবাদঃ (সওয়াল নং ৩১৩৪) জানাজার নামাজের পর দাফনের পূর্বে কিছু মুছল্লী ঈসালে সওয়াবের নিয়তে সূরা ফাতেহা ১ বার, সূরা এখলাছ ৩ বার স্বল্প আওয়াজে পড়া এবং

জানাজার ইমাম কিংবা কোন নেক মানুষ দুই হাত উঠিয়ে সংক্ষিপ্ত দু'আ করা শরীয়তে জায়েজ কি না?

জবাবঃ এতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এটাকে এমন রুসম বানানো যাবেনা যা ওয়াজিবের মত মনে করা হয়ে থাকে। যদি তাই করা হয়, তবে তা বিদআতের পর্যায়ে চলে যাবে। (ফতওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ, দারুল ইশাআত করাচীর ছাপা ৫/২৯৩-৯৪)

পাঠক! ৩১০৩ নং ফতওয়ায় ঈসালে সওয়াবের নিয়তে দু'আ বৈধ আর ৩১৩৪ নং ফতওয়ায় দুই হাত উঠিয়ে ইজতেমায়ী দু'আ করা বৈধ প্রমাণীত হলো।

দারুল উলুমের ইবারতের জবাবে আমার এ কথায় যদি উনাদের বুঝ নাহয়, তাহলে পরবর্তী কথাগুলো বলতে বাধ্য হব, যার খন্ডন দেয়া রাজশাহীর কেউ নন; পৃথিবীর কারোও পক্ষেই সম্ভব হবেনা ইনশাআল্লাহ!

এরপর দেওবন্দি ফতওয়া হিসেবে আমি যা উল্লেখ করেছি

** মাওলানা কেফায়েত উল্লাহ সাহেব বলেন,

رہی اباحت ، تو اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ فقہائے کرام سے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے میں دو قول منقول ہیں، ایک تو یہ کہ کچہ مضائقہ نہیں{وعن الفضلی : لا بأس به . (البحر الرائق ، کتاب الجنائز ، فصل السلطان احق بصلاته ج ۲ ص ۱۹۷)} ، دوسرے یہ کہ نہ کرنی چاہئیے { لا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة لانه دعا مرة . (بزازية ج ٤ ص ٨٠)}. [كفاية المفتى ج ٤ ص ٧٥]

অনুবাদঃ বাকি রইল বৈধতার বিষয়টি। এব্যপারে ফকীহগণ দু'টি মত ব্যক্ত করেছেন। ১. কোন সমস্যা নেই (যেমন, ইমাম ফদ্বলী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, দু'আ করাতে কোনই অসুবিধা নেই (এটা বর্ণিত আছে, আল বাহরুর রায়েক, কিতাবুল জানায়েজ, বাদশাহ জানাজার নামাজ পড়ানোর অধিক হকদার অধ্যায়ে ২/১৯৭)। আর দ্বিতীয়

অভিমত হলো, না করা চাই (যেমন বাযযাযিয়াতে আছে, জানানাযার নামাযের পর দু'আর জন্য দাঁড়াবেনা।কেননা, জানাজার নামাযের অধিকাংশই দু'আ।আর দু'আ একবার -বাযযাযিয়াহ ৪/৮০। (কেফায়াতুল মুফতী, দারুল ইশাআত করাচীর ছাপা ৪/৭৫)

মুফতী কেফায়েত উল্লাহ সাহেব উক্ত অংশের আগে অনেক কথাই বলেছেন। কিন্তু শেষে যেহেতু তিনি বৈধতার কথাও বলেছেন তাই আমি বৈধতার অংশই উল্লেখ করেছি। আমার ফতওয়াই তো বৈধতা সাবিত করার। তাহলে আমি অন্য কথা আনবো কেন?

** মাওলানা আব্দুল হক হাক্কানী দেওবন্দী সাহেব বলেছেন,

تکرار دعا بذات خود ممنوع نہیں ہے ورنہ اوقات خمسہ میں سلام سے قبل دعا کرنے کی وجہ سے دعا بعد السلام کا ممنوع ہونا لازم ہوگا ۔

پس بناء بر تحقیق یہ کراہت تشبیہ پر مبنی ہوگی کہ اس دعاء سے نماز جنازہ پر زیادت اور توہم تکرار لازم آتے ہیں ، جیساکہ فرائض کے بعد متصل اسی مکان میں سنت پڑہنا بہی اسی وجہ سے مکروہ ہے ۔

اور تشبیہہ اس وقت لازم ہوتی ہے جب صفوف میں کہڑے ہوکر دعا کی جائے اور چونکہ کسرالصفوف کے بعد یہ تشبیہ موجود نہیں ہوتی لہٰذا کراہیت بہی نہ ہوگی ۔ (فتاوی حقانیة ج ۲ ص ۵۷)

অনুবাদঃ তাকরারে দু'আ (দু'আ বার বার হওয়া) মূলতঃ নিষেধ নয়। সুতরাং জানাজার নামাজের পর তাকরারে দু'আর অজুহাতে দু'আ নিষেধ করলে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর একই অজুহাতে ফরজ নামাজ পরবর্তী (সুন্নত) দু'আ নিষেধ হওয়া লাজিম হয়ে পড়ে।(কারণ, শেষ বৈঠকে اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا পড়ে সালাম ফিরায়েই দু'হাত তুলে মুনাজাত করা হয়ে থাকে)। সুতরাং বিশদ তাহকীকের পর একথা ই বলা যায় যে, ঐ দু'আ ই মাকরূহ, যে দু'আর মাধ্যমে "তাকরারে জানাজা" (জানাজা একাধিক বার পড়া) কিংবা "যিয়াদাত" (চার তাকবীরের বেশী হওয়া)'র ধারণা পয়দা হয়ে পড়ে। যেমন, এই একই কারণে ফরজ নামাজ পড়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে সুন্নত নামাজ পড়া মাকরূহ। এবং জানাজার নামাজ পরবর্তী দু'আর ক্ষেত্রে {"তাকরারে জানাজা"(জানাজা একাধিক বার পড়া) কিংবা "যিয়াদাত" (চার তাকবীরের বেশী হওয়া)'র ধারণা} তখনই পয়দা হবে যখন কাতারে দাঁড়িয়ে দু'আ করা হবে। কিন্তু যদি কাতার ভঙ্গ করে দু'আ করা হয় তখন আর এই তাশবীহ থাকেনা। সুতরাং এ ক্ষেত্রে

জানাজার নামাজের পর দু'আ করা কোন মতেই মাকরূহ হবেনা। (ফতওয়া হাক্কানিয়া ২/৫৭)

** দেওবন্দী মুফতী মুহাম্মদ ফরীদ সাহেবের বক্তব্য,

اور بعد السلام بعد کسر الصفوف بلا التزام ممنوع نہیں ہے ۔ (فتاوی فریدیة ج ۳ ص ۲۱۸)

অনুবাদঃ আর জানাজার নামাজের সালাম ফিরায়ে ঐচ্ছিক মনে করে কাতার ভংগ করে দু'আ করা নিষেধ নয়। (ফতওয়া ফরীদিয়াহ ৩/২১৮)

** মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ লুদিয়ানভী সাহেব বলেছেন,

شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو عبادت اجتماعی طورپر ادا کی گئی ہے اس کے بعد تو دعا اجتماعی طور پر کی جائے ۔ (اختلاف امت اور صراط مستقیم ص ۱۲۹)

অনুবাদঃ শরীয়তের হুকুম হলো, যে ইবাদত জামাতের সাথে করা হয়, তারপরে দু'আও জামাতের সাথেই হবে। (এখতেলাফে উম্মত আওর ছিরাতে মুস্তাকিম, হাকিমুল উম্মত প্রকাশনী, পৃষ্ঠা নং ১২৯)

এখানে মাওলানা সাহেবের সাথে একমত হয়ে বলতে হয়, যারা বলেন দু'আ একাকী হবে, উনারা ইজতেমায়ী ইবাদতের পর দু'আ করার সময় এ কথাটি কোন মতেই বলতে পারেন না যে, দু'আর ক্ষেত্রে একাকী হয়ে যাও।

এই এত গুলো ইবারত কারচুপী করেছেন সামীউল সাহেব। আমি আবার আপনাদের সামনে পেশ করলাম। এখন আপনারাই বলেন কে জালিয়াত??

৩৭ পৃষ্ঠা সমাচারঃ উনারা বড়ই ফখর করছেন, সামীউল সাহেব ৩৭ পৃষ্ঠা লিখেছেন!

কিন্তু তাও ফাঁকাবুলি। ৩৭ পৃষ্ঠার মিথ্যাচারে ১৮ পৃষ্ঠাই যথ-অযথা স্কিনশর্ট! আর তা নিয়ে বড়াই!!

আমাকেও একভাই বলেছেন, স্কিন শর্ট দেওয়ার জন্য। আমি বলেছি না, তা হবেনা। আমি রেফারেন্স দেব আর আপনারা কিতাব মিলাবেন। আর এতটুকু যোগ্যতা যার নেই সে এই ফতওয়া পড়বেনা। সে ভালকরে নামাজ শিক্ষা করে জান বাঁচানোর চেষ্টা করতে থাকবে।

অবশেষে সকলের ঈমান,আমল, ও আকিদার হেফাজত কামনা করে এবং সকলের নিকট দু'আ চেয়ে আমার বক্তব্য সমাপ্ত করলাম। আল্লাহ হাফিজ।

محمد صدر الامين (جغناط فورى)

١٥. رجب الحرم ، ١٤٣٨ هجرة النبوية